দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

প্যারিসে আইনগত বাধ্যবাধকতা চুক্তি

গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি দুই ডিগ্রির নিচে থাকবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর একশ বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন

■ তারিন হোসেন, প্যারিস থেকে

প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে অবশেষে একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা চুক্তি হয়েছে। এ চুক্তি অনুসারে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশগুলো গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখবে। এবারের সম্মেলনের সভাপতি ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লরেন্ট ফ্যাবিউস বলেছেন, এবারের চুক্তিটি স্বচ্ছ, আইনী বাধ্যবাধকতামূলক।

বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১২টার সময় চুক্তিটি স্বাক্ষর করা হয়। এর আগে খসড়া চুক্তির ব্যাপারে জি-৭৭ ভুক্ত দেশসহ ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন জানালে চুক্তির বড় ধরনের অগ্রগতি হয়।

চুক্তি স্বাক্ষরের আগে কয়েকটি দেশের প্রতিনিধি বক্তব্য দিতে চাইলে সম্মেলনের সভাপতি লরেন্ট ফ্যাবিউস বলেন, আগে চুক্তি তারপর বক্তব্য।

৩১ পৃষ্ঠার এ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকবে। তিনি এও বলেছেন যে, এবারের চুক্তিটি উচ্চ আকাঙ্ক্ষার হলেও ভারসাম্যমূলক। প্রায় দুই সপ্তাহ আলোচনার পর গতকাল বাংলাদেশ সময় বিকালে চুক্তির বিভিন্ন পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

প্যারিসে আইনগত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিষয় দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরা হয়। এ অনুষ্ঠানে লরেন্স ফ্যাবিউসসহ জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ বক্তব্য রাখেন।

দীর্ঘ দরকষাকষির পর প্যারিস চুক্তির যে খসড়া বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছে তুলে দেয়া হয় তা নিয়ে বাংলাদেশ স্থানীয় সময় শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা চলে। সম্মেলনে যোগ দেয়া বাংলাদেশের প্রতিনিধি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা নূরুল কাদের ইত্তেফাককে টেলিফোনে জানান, চুক্তির বিষয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা চলছিলো। চুক্তিটি আইনগত বাধ্যবাধকতা কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, 'যেহেতু এখানে জবাবদিহিতার বিষয়টি আছে সেহেতু এটিকে আইনগত বাধ্যবাধকতা চুক্তি বলা যায়।'

এদিকে, চুক্তিতে জলবায়ু তহবিলের ব্যাপরে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো যাতে তাদের নীতি, কৌশল এবং বিভিন্ন এ্যাকশন প্লান বাস্তবায়ন করতে পারে সেজন্য তাদেরকে ২০২০ সাল থেকে প্রতিবছর একশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেয়া হবে। এছাড়া চুক্তিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলো যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে তার উপায় খুঁজে বের করতে একটি অ্যাডাপটেশন কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। এ কমিটি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিশেষায়িত কমিটির সাথে বসে সুপারিশ পেশ করবে। কমিটিকে তিন বছরের জন্য একটি ওয়ার্ক প্লান তৈরির কথাও বলা হয়েছে। ২০১৭ সালের মধ্যে এ সুপারিশ জমা দিতে হবে।

গতকাল চুক্তি সইয়ের আগে ফ্যাবিউস বলেন, চুক্তি অনুসারে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখতে হবে। তবে সব দেশের চেষ্টা থাকবে যাতে এটি দেড় শতাংশের নিচে রাখা যায়। চুক্তিটি প্রতি পাঁচ বছর পর পর পর্যালোচনা করা হবে। চুক্তিটি ঐতিহাসিক হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, দূষণ কমানোর ক্ষেত্রে এ চুক্তি বড় ভূমিকা রাখবে। লস এন্ড ড্যামেজ এবং অভিযোজন (অ্যাডাপটেশন) খাতে বেশি অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে চুক্তিতে একমত পোষণ করা হয়েছে। তার মতে, চুক্তিটি সবার জন্য ইতিবাচক। প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি মাথা উঁচু করে নিজ দেশে ফিরতে পারবে। এ চুক্তির ফলে, যেমন, ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে, তেমনি খাদ্য নিরাপত্তা, মানবাধিকার এবং বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে এ চুক্তি ভূমিকা রাখবে। প্যারিস সম্মেলন ব্যর্থ হলে দেশগুলোর পারস্পরিক আস্থা নষ্ট হয়ে যেতো বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বান কি মুন বলেন